



150840 - কোন মুসলমানের জন্য অমুসলিমের ঘরে অবস্থান করা ও সখোনে নামায পড়া কজিয়াযে?

প্রশ্ন

আমরা মুসলমান হিসেবে অমুসলিমদের ঘরে অবস্থান করা ও তাদের ঘরে নামায আদায় করা কি আমাদের জন্য জায়যে হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

মুসলমানের জন্য অমুসলিমের ঘরে অবস্থান করা— সবে ঘর ক্রয় করা কথিবা ভাড়া নয়োর মাধ্যমে— জায়যে। সবে কষতেরে ঐ মুসলমানের কর্তব্য হবে ঘরটিকে পবতির করে নয়ো; কনেনা সবে ঘরে শরিক ও পাপকর্মেরে আলামতগুলো থেকে যতে পারে; যমেন হরাম ছবি থাকা কথিবা মদজাতীয় কোন নাপাকী থাকা।

আর যদি সবে অবস্থান আতথিয়েতার সূতরে, বন্ধুত্বেরে সূতরে কথিবা পরচিতিরি সূতরে হয় তাহলে এমন অবস্থান একান্ত নরিপায় অবস্থা ও প্রয়োজনেরে তাগদি ছাড়া যনে না হয়। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণভাবে বলছেন: “তুমি মুমনি ছাড়া অন্য কারো সাথে হবে না। আর মুতাকী ছাড়া অন্য কেউ যনে তোমার খাদ্য না খায়”। [সুনানে তরিমযি (২৩৯৫), আলবানী হাদিসটিকে হাসান বলছেন]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে বাণীতে আরও এসছে- “ব্যক্তি তার বন্ধুর ধর্মে অনুসারী হয়। কাজই, তোমাদেরে দেখো উচতি— কার সাথে বন্ধুত্ব করছো।” [সুনানে আবু দাউদ (৪৮৩৩), আলবানী ‘সহি আবু দাউদ’ গ্রন্থে হাদিসটিকে হাসান আখ্যায়তি করছেন]

আওনুল মাবুদ গ্রন্থে বলা হয়ছে— ব্যক্তি যনে ভবে-চন্তি দেখে সবে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে; অতএব যার দ্বীনদারি ও চরতিরেরে প্রতি সবে সন্তুষ্ট হয় তার সাথে বন্ধুত্ব গড়বে। আর যদি তার দ্বীনদারি ও চরতিরেরে প্রতি সন্তুষ্ট না হয় সবে যনে তাকে পরহির করে। কারণ মানব প্রকৃতি প্রভাবতি হয়ে থাকে। [সমাপ্ত]

আর অমুসলিমদেরে ঘরে নামায আদায় করতে সমস্যা নই; যদি যবে স্থানটিতে নামায পড়ছে সবে স্থানটি পবতির হয় এবং সবে স্থানে কোন ছবি বা মূর্তি না থাকে; যগুলোকে তারা সম্মান করে থাকে, পূজা করে থাকে। যহেতু এ সংক্রান্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে বাণীটি সাধারণ: “আমার জন্য গোটো জমিনিকে সজেদার স্থান ও পবতির করা হয়ছে। সুতরাং আমার উম্মতেরে যবে কোন ব্যক্তি যখনে থাকুক না কনে নামায়েরে সময় হলে সবে যনে নামায আদায় করে।” [সহি



বুখারী (৩২৩) ও সহহি মুসলিমি (৮১০)]

অতএব, গোট পৃথিবী সজেদারস্থান। মুসলিমিরে জন্য গোট পৃথিবীতে নামায পড়া জায়যে। তবে দলিল-প্রমাণে যদি বিশিষে কোন স্থানকে বাদ দিয়ে সস্থানগুলো ছাড়া; যমেন- কবরস্থান, হাম্মামখানা ও উট বাঁধারস্থান ইত্যাদি। আরও জানতে দেখুন 13705 ও 140208 নং প্রশ্নোত্তর।

ইবনে আব্দুল বারর 'তামহীদ' নামক গ্রন্থে (৫/২২৭) বলেন:

ইমাম বুখারী উল্লেখ করছেন যে, ইবনে আব্বাস (রাঃ) বধিরমীদরে উপাসনালয়ে নামায পড়তেন; যদি সখোনে মূর্তি না থাকত। আইয়ুব, উবাইদুল্লাহ বনি উমর ও অন্যান্যরা নাফে থেকে তনি উমর (রাঃ) এর আযাদকৃত দাস আসলাম থেকে বরণনা করনে যে, উমর (রাঃ) যখন শামে আসলনে তখন খ্রিস্টানদেরে এক প্রভাবশালী ব্যক্তি তাঁকে নমিন্ত্রণ করল। তখন উমর (রাঃ) বললনে: আমরা তোমাদেরে গীর্জাগুলোতে প্রবশে করনি ও সখোনে নামায আদায় করনি সেগুলোতে ছবি ও মূর্তি থাকার কারণে।

সুতরাং বুঝা গলে, উমর (রাঃ) ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) কবেল মূর্তি থাকার কারণে সখোনে নামায আদায় করাকে মাকরুহ মনে করতনে।

অতএব, নামাযেরে স্থানে যদি মূর্তি বা এ জাতীয় কিছু না থাকে এবং স্থানটি পবিত্র হয় তাহলে সখোনে নামায পড়া জায়যে।

আল্লাহই ভাল জাননে।